Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 14, 1433 Bangla, August 29, 2026, Saturday, No.235, 56th year

H I G H L I G H T S

Russian President Vladimir Putin has congratulated newly elected President Mirza Fakhrul Islam Alamgir, wishing him success in serving people of Bangladesh. [R. Today: 19]

Home Minister has said that Bangladesh has sent an extradition proposal to India seeking return of ousted Prime Minister Sheikh Hasina & has applied to Interpol for red notice against her. [DW: 09]

Law, Justice & Parliamentary Affairs Minister has urged young lawyers to focus on developing professional skills rather than chasing money to succeed in legal profession. [Jago FM: 14]

Seven television drama organisations have expressed deep concern & protest over legal notice demanding stringent restrictions on production & broadcast of films, dramas based on romantic relationships. [DW: 11]

Bangladesh Bank has warned people against taking loans through unauthorised mobile applications, online platforms & digital channels. [R. Today: 17]

IMF has forecasted that Bangladesh's economy will reach $677 billion by 2030. [R. Today: 18]

Malaysia has agreed to take 10,000 Bangladeshi workers free of cost at government's special request. [Jago FM: 16]

Seven expatriate workers who were killed in a fire in Saudi Arabia have laid to rest in Naogaon’s Atrai Upazila. [Jago FM: 12]

Death toll in terrible flash floods in Nepal and Tibet of China has risen to 547 --- Rescue operations have resumed as the risk of flooding has decreased. [BBC: 19]

Red Cross and Red Crescent Societies has said that estimated 93,000 people may be affected by Nepal's devastating floods. [BBC: 19]

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048** **44813179**	**Assistant News Controller: 44813047** **44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ১৪, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ২৯, ২০২৬, শনিবার, নং- ২৩৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের জনগণের সেবায় তাঁর সাফল্য কামনা করেছেন। [রে. টুডে: ১৯]

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠাতে ভারত সরকারের কাছে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব এবং তাঁর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। [ডয়চে ভেলে: ০৯]

আইন পেশার সফলতায় অর্থের পেছনে না ছুটে দক্ষতা অর্জনে নবীন আইনজীবীদের আহ্বান জানালেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৪]

প্রেমভিত্তিক চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণ ও সম্প্রচারে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপের দাবি জানিয়ে আইনি নোটিশ দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে টেলিভিশন নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতটি সংগঠন। [ডয়চে ভেলে: ১১]

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক গ্রুপের মাধ্যমে পরিচালিত ঋণ গ্রহণ না করার জন্য আহ্বান বাংলাদেশ ব্যাংকের। [রে. টুডে: ১৭]

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ৬৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছার পূর্বাভাস আইএমএফের। [রে. টুডে: ১৮]

সরকারের বিশেষ অনুরোধে ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী বিনা খরচে নিতে সম্মত মালয়েশিয়া। [জাগো এফএম: ১৬]

সৌদি আরবে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৯ বাংলাদেশির নওগাঁর আত্রাই-এ দাফন সম্পন্ন। [জাগো এফএম: ১২]

নেপাল ও চীনের তিব্বতে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪৭ --- নতুন করে বন্যার ঝুঁকি কমে যাওয়ায় উদ্ধার অভিযান পুনরায় শুরু। [বিবিসি: ১৯]

নেপালের ভয়াবহ বন্যায় আনুমানিক ৯৩ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ। [বিবিসি: ১৯]

বিবিসি

তারেক রহমানকে দিল্লিতে কেন চায় ভারত?

প্রতিবেশী দুটি দেশের সরকারের মধ্যে চালাচালি হওয়া ই-মেইল থেকে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে আভাস পাওয়া যাচ্ছে– এমনটা খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু চলতি মাসের শুরুতে ভারতের রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে পাঠানো এক বার্তা ঠিক সেটাই করেছিল, যা দ্রুতই নজর কাড়ে কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের। বার্তায় বলা হয়, সপ্তাহের শেষ দিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হওয়ার কথা থাকলেও 'চেঞ্জ অব গার্ড' অনুষ্ঠানিকতা বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি হিসেবে সেখানে এই মহড়া চলছিল। সমস্যা ছিল একটাই, এই সফরের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ই-মেইলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তবে এর ফলে তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা জল্পনা আরও জোরালো হয়। একইসঙ্গে বাংলাদেশের নতুন নেতাকে দিল্লিতে নিয়ে আসতে ভারতের প্রচেষ্টার বিষয়টিও সামনে আসে। সফরে এখনো সম্মতি দেননি তারেক রহমান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এএএম সালেহ বিবিসিকে বলেন, "সফরের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।" প্রতিবেশী দেশের এই নেতাকে আলোচনার জন্য দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী ভারত। আর সফরের সময়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে তার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি বিপুল বিজয় পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া তারেক রহমানের এটাই হবে প্রথম ভারত সফর। এই নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর আগে, দেশটির দীর্ঘদিনের নেতা শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন। ওই অভ্যুত্থানে শত শত মানুষ নিহত হন। এরপর তিনি ভারতে পালিয়ে যান এবং সেখানেই অবস্থান করছেন। হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর দায়িত্ব নেওয়া মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুই দেশের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। এখন দিল্লি আশা করছে, দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে তারেক রহমানের সরকার নতুন করে সাজানোর সুযোগ তৈরি করবে। তবে ভারতের মাটিতে হাসিনার অবস্থান বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলছে। হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। গণ-অভ্যুত্থানের সময় বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। সালেহ বলেন, "আমরা অনুকূল পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়েছি এবং শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছি।" ভারত বলেছে, বাংলাদেশের এই অনুরোধটি বিবেচনা করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও নতুন সরকারের সাথে বারবার যোগাযোগের উদ্যোগ নিয়েছে দিল্লি। তারেক রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আর সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রীসহ বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তারেক রহমান ভারত সফরে গেলে তাকে "সর্বোচ্চ সম্মান" এবং "স্মরণীয় অভ্যর্থনা" দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিবেদী। ভারতের জন্য প্রকাশ্যে এমন উৎসাহ দেখানো অস্বাভাবিক। প্রতিবেশী কোনো দেশের নেতাকে দিল্লিতে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে ভারত সাধারণত এতটা আগ্রহ দেখায় না।

সাবেক ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব শ্যাম শরণ বিবিসিকে বলেন, "আমি মনে করি, (দিল্লিতে) কিছুটা হতাশা তৈরি হয়েছে। কারণ হাসিনাকে হস্তান্তর ছাড়া ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তারা বেশ অনেকটাই এগিয়েছে।" বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক কিছু প্রয়োজন মেটাতেও ভারতের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন শরণ। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ এবং চিকিৎসার জন্য ভিসা দেওয়া। বাণিজ্য সহজ করতে দুই দেশের মধ্যে থাকা কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থাও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। অবশ্য দুই দেশের জন্যই এই সম্পর্কের অনেক কিছু ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার (২ হাজার ৫৪৫ মাইল) সীমান্ত রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পর্কও রয়েছে। গত বছর দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যার সিংহভাগই ছিল ভারতের দিক থেকে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে যোগাযোগ ও প্রবেশাধিকার বাড়ানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ। হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে দুই দেশের সরকার সড়ক, রেল ও বন্দর যোগাযোগ সম্প্রসারণ করে। এর ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেশটির যোগাযোগ ও প্রবেশাধিকার আরও সহজ হয়। নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও দুই দেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশি ভূখণ্ড থেকে ভারতের দাবি করা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর চালানো কার্যক্রমের বিরুদ্ধেও অভিযান চালায় হাসিনার সরকার। তবে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে সমালোচকেরা অভিযোগ করেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক উদ্বেগগুলো উপেক্ষা করছে দিল্লি। আর ভারতে হাসিনা অবস্থান করায় সেই উত্তেজনাও বহাল রয়েছে। গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে সাউথ এশিয়া ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথা বললে বিষয়টি আবারও সামনে আসে। তিনি ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার অঙ্গীকার করেন। একইসাথে তারেক রহমানের সরকার তার সমর্থকদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন।

বাংলাদেশ বলেছে, ভারতের মাটিতে তাকে প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় তারা "ক্ষুব্ধ"। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ওই অনুষ্ঠানে তাদের "কোনো ভূমিকা" ছিল না এবং সেখানে যা বলা হয়েছে, বিশেষ করে "যথাযথভাবে গঠিত বাংলাদেশের সরকারকে" নিয়ে করা মন্তব্যের কোনোটিই তারা "সমর্থন করে না"। সময়টিও ছিল বিশেষভাবে স্পর্শকাতর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিন বলেন, হাসিনার ওই বক্তব্যের আগে খবর ছিল যে, তারেক রহমান ভারত সফরের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। "এতে আসলে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলার বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কতটা আন্তরিক, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে," বিবিসিকে বলেন তিনি। সুতরাং, হাসিনা দিল্লিতে থাকা অবস্থায় তারেক রহমানের সেখানে যাওয়াটা দেশের ভেতরে তার জন্য রাজনৈতিকভাবে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে সম্পর্ক মেরামতে ভারতের আগ্রহের কারণ শুধু হাসিনা নন। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্ক পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ। ঢাকা ও ইসলামাবাদ উচ্চপর্যায়ের সামরিক সফর করেছে এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেছে। অগ্রগতিগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে দিল্লি। ২০০০ সালের দিকে ভারত অভিযোগ করেছিল, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স-আইএসআই বাংলাদেশে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং তাদের সীমান্ত পারাপারে সহায়তা করেছে। সে সময় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। সম্প্রতি ঘোষিত মক্কা চুক্তিও বাংলাদেশের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দেশের আগ্রহ তৈরি করেছে। সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান- তিনটি প্রভাবশালী মুসলিম দেশের মধ্যে চলতি মাসে স্বাক্ষরিত এই প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশও আগ্রহ দেখিয়েছে। চুক্তিটির সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু এবং প্রতিটি পক্ষের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এটি তৈরি করা হয়েছে নেটোর যৌথ প্রতিরক্ষা নীতির আদলে অর্থাৎ, কোনো একটি সদস্যের ওপর হামলা হলে সেটিকে সব সদস্যের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির চলতি সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে যদি কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তাতে অংশ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা আমাদের জন্য অস্বাভাবিক নয়।" "বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে।" সৌদি আরবও তারেক রহমানকে দ্বিপক্ষীয় সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তবে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। অধ্যাপক ইয়াসমিন মনে করেন, সতর্কতার সঙ্গে ঢাকার এগোনো উচিত। তিনি বলেন, "কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছুটা সতর্ক থাকা উচিত।" "বিষয়টি শুধু ভারতকে ক্ষুব্ধ করার নয়; বাংলাদেশকে কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে হবে, পরিস্থিতি কোন দিকে যায় এবং সেটি আমাদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।" এসব ঘটনা ভারতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বদলাচ্ছে এবং হাসিনার আমলে থাকা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তারা আর উপভোগ করতে পারবে না। অন্যদিকে, তারেক রহমানের সরকারেরও এটা দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে যে, তাদের পররাষ্ট্রনীতি বিশাল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল নয়। অধ্যাপক ইয়াসমিনের মতে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরুর আগেই তারেক রহমানের দিল্লি সফর করা উচিত। "প্রতিবেশীদের একসঙ্গে বসবাস করতেই হয়," বলেন তিনি। শিগ্‌গিরই আরেকটি সুযোগও আসতে পারে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ভারত ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমন্ত্রণ, কূটনৈতিক তৎপরতা এবং আগেভাগেই ফাঁস হয়ে যাওয়া একটি ই-মেইলের পর দিল্লি এখন আশা করবে, তারেক রহমান শেষ পর্যন্ত সফরে আসবেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে যাওয়ার সুযোগ পেলে বাংলাদেশের কী লাভ কী ঝুঁকি?

সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান- মুসলিম বিশ্বের এই তিন দেশ সম্প্রতি যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করেছে, তাতে বাংলাদেশও যোগ দেবে কি না তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। একদিকে সামরিক তাৎপর্য, অন্যদিকে জোটের সম্প্রসারণের চেষ্টা দুটি মিলিয়েই এই চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশেও আগ্রহ আছে। যদিও বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এখানো চুক্তিতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পায়নি। যদিও চুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ 'ইতিবাচক অবস্থানে' আছে বলে তিনি জানান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মক্কা জোটে বাংলাদেশের যোগ দেওয়া কতটা জরুরি? এই প্রশ্ন উঠছে, কারণ মক্কা জোটে যোগ দিলে ভূ-রাজনৈতিক নানা ঝুঁকির কথাও বলছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এই জোটে যোগ দিলে বাংলাদেশের লাভ কী এবং এতে কোনো ঝুঁকি আছে কি-না।

এই জোটের গুরুত্ব কী?

মুসলিম বিশ্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ- সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান। সৌদি আরব বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারকদের একটি এবং একইসঙ্গে বড়ো অর্থনৈতিক শক্তি। তুরস্ক নেটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী। তাদের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি অত্যন্ত উন্নত মানের এবং দেশটির আধুনিক যুদ্ধবিমান, ড্রোন, মিসাইল সমৃদ্ধ শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে। আর মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রশক্তির দেশ পাকিস্তান। তিনটি দেশ মিলে যে চুক্তি সই করে তার আনুষ্ঠানিক নাম মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি। এটা স্বাক্ষরও হয় মুসলিমদের সর্বোচ্চ পবিত্র নগরী মক্কায়।

একে এমন একটি জোট হিসেবে দেখা হচ্ছে যেখানে মুসলিম দেশগুলো একত্রিত হচ্ছে। সামরিক জোটের অংশ হিসেবে সামরিক প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ব্যয় আর গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কোন দেশ কতটুকু অবদান রাখবে, তা নিয়ে সব দেশের শীর্ষ কর্মকর্তারা ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ফলে সামরিক তাৎপর্য থাকায় তিনটি দেশের এই যৌথ প্রতিরক্ষা জোট বৈশ্বিক রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা তৈরি করে। অনেকেই এটাকে 'মুসলিম নেটো' নামেও ডাকছেন। কারণ, চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী তিন দেশের যে-কোনো একটির ওপর হামলা হলে সেটিকে তিন দেশের ওপরই হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ঠিক একইরকম ধারা ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধীতায় মার্কিন নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নেটোতেও রয়েছে। ফলে মক্কা জোটের সামরিক উদ্দেশ্য তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় এক বছর ধরে আলোচনার পর গত সাতই অগাস্ট এই চুক্তিতে সই করেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী বলেছেন?

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমনি ফারহানা মক্কা জোটে বাংলাদেশের যোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেন। জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান জানান, মক্কা প্যাক্টকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছে বাংলাদেশ। তবে এ নিয়ে আলোচনা করার সময় এখনো আসেনি। "এতে যোগদান করার বিষয়টি এখানো আসেনি। কারণ এটা নির্ভর করছে যারা এই প্যাক্টের সদস্য, তাদের অভিপ্রায়ের ওপর। তারা যদি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন বাংলাদেশকে এই প্যাক্টে নেওয়ার জন্য, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করবো।" মক্কা প্যাক্টে বাংলাদেশ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ না পেলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, বাংলাদেশ এতে যোগ দিতে আগ্রহী। "মক্কা প্যাক্ট হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম সমাজের আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা এবং এটা আমাদের মুসলিম পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিষয়। সুতরাং এটা নিয়ে কারো, অন্যান্যদের উদ্বেগের কোনো অবকাশ নাই," বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। একইসঙ্গে তিনি জানান, যেহেতু এই জোটে বাংলাদেশ যুক্ত হয়নি ফলে এখানে যোগ দিলে কী লাভ হবে সেগুলোও আলোচনা করার সময় এখনো আসেনি।

বাংলাদেশের লাভ কী?

মক্কা প্যাক্ট মূলত প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি। নামেই প্রতিরক্ষা শব্দটি আছে। চুক্তিতেও আলোচনা হচ্ছে মূলত এই জোটের যৌথ সামরিক সক্ষমতা নিয়ে। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তুরস্ক ও পাকিস্তান। যৌথ জোটের দেশগুলো সামরিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় থেকে শুরু করে অস্ত্র প্রযুক্তি বিনিময় পর্যন্ত যেতে পারে। জোটের তিনটি দেশের তিন ধরনের সক্ষমতা আছে। যেটা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। সৌদি আরবের আছে অঢেল অর্থ, তেল, ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা এবং রাজনৈতিক শক্তি। তুরস্কের আছে অত্যাধুনিক সামরিক শিল্প, ড্রোন প্রযুক্তি, মিসাইল, সেন্সর, নৌশক্তি এবং ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধের সক্ষমতা। আছে উন্নত মানের অস্ত্র প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ। পাকিস্তানের আছে দক্ষ সৈন্য, বিশাল পেশাদার সেনাবাহিনী ও অবকাঠামো, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, অস্ত্র উৎপাদন সক্ষমতা এবং পরমাণু অস্ত্র। এই চুক্তির ফলে সৌদি আরবের জন্য আমেরিকার বাইরে অস্ত্র সংগ্রহের নতুন দ্বার খুলে যাচ্ছে। তারা তুরস্ক ও পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমদানি করতে পারবে। অন্যদিকে তুরস্ক ও পাকিস্তানের দরকার অর্থ। তারা অস্ত্র ও প্রযুক্তি বিক্রি করে সেটা পাবে এবং সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন বিনিয়োগ করতে পারবে। এই দেশগুলো যদি নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং সামরিক সক্ষমতা নিয়ে যৌথভাবে কাজ করে, তাহলে সেটা দেশগুলোর জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর এখানেই আসছে বাংলাদেশসহ নতুন দেশগুলো যদি মক্কা জোটে যুক্ত হয়, তাহলে তাদের লাভবান হওয়ার সুযোগ। সেগুলো কী? "এখানে বাংলাদেশের প্রাপ্তির অনেক কিছুই আছে। সেটা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হতে পারে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ হতে পারে, ইন্টেলিজেন্স বা গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে যেটা আসলে বড় বড় সামরিক জোটে এধরনের তথ্য আদান-প্রদান হয়ে থাকে," বিবিসি বাংলাকে বলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক হাসিব আজিজ। মি. আজিজ ঢাকা ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওসমানী সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। "আমরা তুরস্ক থেকে বায়রাক্তার ড্রোন, আরমার্ড ভেহিকেল এরকম অনেক কিছুই আমদানি করি। এই অংশীদারত্বটা আরো বড়ো হতে পারে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের একটা সুযোগও আসে যে, তুরস্কের মতো একটা দেশের সঙ্গে আমরা জয়েন্ট কোলাবরেশনে গিয়ে কোনোকিছু উন্নত করতে পারি কি-না, বিশেষত মিলিটারি টেকনোলজির ক্ষেত্রে," যোগ করেন হাসিব আজিজ। এছাড়া এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের নৌপথের কৌশলগত সাপ্লাই চেইনকেও শক্তিশালী করবে। "আপনি যদি ম্যাপ খেয়াল করেন। বঙ্গোপসাগর, তারপর ভারত মহাসগর এবং এরপরে আরব সাগর। সুতরাং আমরা যখন ভারত মহাসগরকে ক্রস করে যাচ্ছি, তখন যদি আমার ওই অঞ্চলে একটা চুক্তি থাকে, তাহলে সেটা আমাদের প্রবেশাধিকারকে অনেক সহজ করে। আমরা ওখান থেকে এলএনজি আনছি, পেট্রোলিয়াম আসে। সুতরাং সেখানকার কোনো একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যাক্টরের সঙ্গে যদি সামরিক সম্পর্ক থাকে, সেটা তো আমার বেনিফিটে কাজ করার কথা এবং একইসঙ্গে এটা আমার ইকোনমিক লাইফ লাইনকেও সাহায্য করবে," বলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক হাসিব আজিজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিনও মনে করেন, মক্কা প্যাক্টে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমুদ্রে নৌ-চলাচল এবং নিরাপত্তা একটা বড়ো উদ্দেশ্য। তাছাড়া সৌদি আরবে বহুসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন। দেশটি বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের একটি প্রধানতম

উৎস। সৌদি আরব বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন সহযোগীও বটে। ফলে চুক্তিতে থাকলে সেটা বাংলাদেশের শ্রমিক পাঠানো থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ সহায়তারও নতুন দ্বার খুলতে পারে।

বাংলাদেশের ঝুঁকি কী?

বাংলাদেশ যদি চুক্তিতে যোগ দেয়, তাহলে ঝুঁকি অনেকগুলোই আছে। প্রথমটিই হচ্ছে, জোটের একটি নির্দিষ্ট নীতি যেখানে বলা হয়েছে, কোনো একটি দেশ আক্রান্ত হলে সেটা জোটের বাকি দেশগুলোর উপরও হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। ফলে বলা হচ্ছে, নেটোর আদলে এমন কোনো জোটে বাংলাদেশ থাকলে, সেটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি। মক্কা জোটে পাকিস্তান থাকায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত শুরু থেকেই এই জোটকে এক ধরনের হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করছে। তাছাড়া ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান যে-কোনো সংঘাতে মক্কা জোটের ভূমিকা কী হবে এবং বাংলাদেশের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে কি না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্টের ঝুঁকি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় প্রক্সি ফোর্সের সংখ্যা বাড়তে পারে। মক্কা জোটে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন। "আমাদের প্রায়োরিটি অনেকগুলো আছে। সেগুলো মাথায় রেখে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, আমি একটি সামরিক জোটে জয়েন করতে চাই কি না। একইসঙ্গে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের জন্য আমার দক্ষিণ এশিয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি একটি সামরিক জোটে যোগ দেওয়া বেশি প্রয়োজন।" "এখানে অবশ্য বিষয়টা এমন না যে, যে-কোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে। এখানে দুটোই একইসঙ্গে সম্ভব। কিন্তু চুক্তিতে ডিফেন্স কথাটা যেহেতু আছে এবং ডিফেন্স প্যাক্টের মতো করে এটা চিন্তা করা হচ্ছে, সুতরাং এই এলাকায় এর প্রভাবটাও বিবেচনা করতে হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক ইয়াসমিন। তার মতে, বাংলাদেশ সবসময় সামরিক জোট থেকে দূরে থাকার নীতি অতীতে দেখিয়েছে। "বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত কখনই কোনো সামরিক জোটে যোগ দেয়নি। যদি এখন যোগ দিতে চায়, তাহলে সেটা হবে প্রথম। সুতরাং কোনো কিছুতে প্রথম হওয়ার আগে জাতীয় পর্যায়ে এটাকে আলোচনা করা দরকার।" এছাড়া জোটে পাকিস্তান থাকায় এই জোট নিয়ে ভারতের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। বাংলাদেশের একজন ভূ-রাজনীতির গবেষক ও বিশ্লেষক আলতাফ পারভেজ মনে করেন, বাংলাদেশ এই জোটে যখনই যুক্ত হবে, তখন প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে। যেটি একদিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকির কারণ হিসেবেও দেখছেন তিনি। মি. পারভেজ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "এটার তাৎক্ষণিক একটি প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। কারণ তখন ভারত ভাবতে পারে, সে অনিরাপদ। তখনই সে ইসরায়েলে শরণাপন্ন হতে পারে। এই ইস্যুতে তখন ভারতকে সহযোগিতায় আগ্রহী হতে পারে ইসরায়েল। দক্ষিণ এশিয়ায় তৈরি হতে পারে সামরিক উত্তেজনা।" "এ উত্তেজনায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রক্সি ওয়ার এবং প্রক্সি ফোর্সের সংখ্যা বাড়তে পারে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ বাড়তি ঝুঁকিতে থাকবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিতে ঝুঁকলেও এক ধরনের ঝুঁকি, না ঝুঁকলেও থাকবে আরেক ধরনের ঝুঁকি।"

এছাড়া প্রতিরক্ষামূলক এই জোটে বাংলাদেশের প্রকৃত অর্থে ভূমিকা রাখার সুযোগ কতটা আছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে কোনো যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর মতো সক্ষমতায় নেই। তাছাড়া বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ কাজে সৌদি আরবে সৈন্য মোতায়েন করতে পারে। এতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও সৌদি আরব মূলত পাকিস্তান নির্ভর। তবে বাংলাদেশ জোটে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক হাসিব আজিজ। তিনি বলেন, "আমাদের অনেক বড়ো একটা ফুটপ্রিন্ট জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে আছে। সেখান থেকে এই জোটে আমরা মূলত প্রশিক্ষণ এবং কমপ্লায়েন্স রিলেটেড বিষয়গুলো অফার করতে পারি। কিন্তু যখন স্পর্শকাতর ওই বিষয়টা সামনে আসে যে, বাংলাদেশ এমন একটা প্যাক্টে জয়েন করে সৈন্য পাঠাবে কি না। এমনটা হলে বড়ো ধরনের আঞ্চলিক এবং বাইরের বিশ্বে নানা রকম ইমপ্লিকেশন আছে।" এটা ঠিক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এক ধরনের অসামরিক নীতি রয়েছে। কিন্তু এটাও একটা বাস্তবতা যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের পর আঞ্চলিক বিশেষত, বাণিজ্যিক নৌরুটের নিরাপত্তার ধারণায় বড় পরিবর্তন এসেছে। যেখানে মার্কিন নির্ভরতা কমে যাওয়ায় নিজস্ব নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে। বাংলাদেশ সেই নিরাপত্তা কাঠামোর অংশ না হয়েই তার অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায় করার সুযোগ পেতে থাকবে কি না, সেটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

মক্কা জোটে থাকলেই কি যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা আছে?

বিষয়টা মোটেও এরকমও নয়। এখানে দুটি উদাহরণ আছে। প্রথমটি হচ্ছে, একইধরনের একটা প্রতিরক্ষা চুক্তি আছে সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে। যেটা স্বাক্ষর হয় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে। কিন্তু এরপর সৌদি আরব ইরানের হামলার মুখে পড়লেও পাকিস্তানকে সৌদি আরবের পক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বাংলাদেশ নিজেও গত জুলাইয়ে সৌদি আরবের উদ্যোগে একটি সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোটে যুক্ত হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষা করা। কিন্তু বাব আল-মান্দেবে হুতিদের আক্রমণ হলেও বাংলাদেশকে সেখানে যুদ্ধ করতে হয়নি, সৈন্যও পাঠাতে হয়নি। মক্কা জোট নিয়ে জানতে চাইলে তুরস্কের সমরবিশারদ ও হাসান কালিয়ানকু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক মুরাত আসলান বিবিসি বাংলাকে বলেন, এই প্যাক্ট মূলত আত্মরক্ষামূলক চুক্তি। ফলে এই জোটে থাকলেই যে যুদ্ধ করতে হবে, ব্যাপারটা তেমন

নয়। “আপনি এটাকে যদি শুধু সামরিকভাবে দেখেন, তাহলে ভুল হবে। কারণ, এটা আসলে কোনো আক্রমণাত্মক জোট নয়, বরং প্রতিরক্ষামূলক। এই জোটের কোনো নির্দিষ্ট শত্রু দেশ নেই। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, জোটের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে না এবং তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াবে।” একইসঙ্গে মক্কা প্যাক্টকে নেটোর মতো করে এখনই দেখার সুযোগ নেই বলেও মত দেন তিনি। “আমি মনে করি না যে, এটা একটা নতুন নেটো। কারণ এখানে নেটোর মতো কোনো কমান্ড স্ট্রাকচার নেই, কোনো সেনাবাহিনীও নেই। তাছাড়া এরকম চুক্তি সৌদি-পাকিস্তানের মধ্যেও রয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, সৌদি আরব ইরানের হামলার শিকার হলেও পাকিস্তানকে কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়নি। তবে হ্যাঁ, চুক্তিতে কী আছে, সেটা আমরা বিস্তারিত জানি না।” তিনি মনে করেন, একটা বৃহত্তর জোট হলে এবং সেই জোটের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সহযোগিতা থাকলে, সেটা অন্য কোনো দেশের হামলাকে এমনিতেই নিরুৎসাহিত করবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

হ্রদের তীর ভেঙে বন্যার ‘উচ্চ সতর্কতা’ জারি করলো চীন

চীন সতর্ক করেছে যে, সাম্প্রতিক ভূমিধসের পর সৃষ্টি হওয়া একটি হ্রদের তীর ভেঙে যাওয়ার ‘উচ্চ ঝুঁকি’ রয়েছে, যা ভাটির দিকে দ্বিতীয় দফা বন্যার কারণ হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে অবস্থিত ওই বাঁধসদৃশ হ্রদে আনুমানিক ২৫ লাখ ঘনমিটার পানি জমা হয়েছে। বাঁধসদৃশ হ্রদ হলো এমন একটি জলাধার, যা নদীর প্রবাহ ধ্বংসাবশেষের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে তৈরি হয়। চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মতে, ছোচেন খোলা ও পুরেপু সাংপো নদীর মিলনস্থলে গঠিত এই বাঁধসদৃশ হ্রদটি বৃহস্পতিবার থেকেই উপচে পড়তে শুরু করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে সপ্তাহান্তের মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ ঘনমিটার পানি হ্রদটিতে প্রবাহিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ‘তীর ভেঙে যাওয়ার উচ্চ ঝুঁকি’ তৈরি করছে। ঝুঁকির কারণে উদ্ধারকাজ কিছু সময় স্থগিত রেখে পরে আবার শুরু করে চীন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে বন্যায় নিহতের সংখ্যা আরও বেড়ে ৫৪৭

নেপালের ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত ৫৪৭ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির পুলিশ। এই বন্যায় আহত হয়েছেন এক হাজার ৪৭৩ জন। কিছুক্ষণ আগেই নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিআরআরএমএ) ৫৩৮ জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিল। নেপাল পুলিশ জানিয়েছে, দুর্যোগ মোকাবিলা ও উদ্ধারকাজে চার হাজার ৪৭৩ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে ১২১ জন বিদেশি নাগরিক উদ্ধার

নেপালের ভয়াবহ বন্যার পর অন্তত ১২১ জন বিদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পর্যটন বোর্ড। এই বন্যায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৯০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বিদেশিদের মধ্যে ৮৫ জন ভারতীয়, ১৬ জন চীনা এবং নয়জন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। এ ছাড়া তিনজনের জাতীয়তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এর আগে নেপাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, পাঁচ শতাধিক পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের মাঝে ১৭৮ জন ভারতীয়, ৬৫ জন আমেরিকান, ৫৩ জন ইউক্রেনিয়ান, ৫১ জন মালয়েশিয়ান, ৩৩ জন অস্ট্রেলিয়ান ও ৩৩ জন ব্রিটিশ। নেপাল পর্যটন বোর্ড বলেছে, বন্যায় আহত, আটকে পড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালকে সহায়তার প্রস্তাব ট্রাম্পের

ভয়াবহ বন্যার পর নেপালকে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই মাত্রার দুর্যোগ “এর আগে কখনও দেখা যায়নি” এবং “মজবুত ভবনগুলোও পানিতে ভেসে গেছে”। ট্রাম্প জানান, ৫০ থেকে ৬০ জন মার্কিন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন “দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন”। যুক্তরাষ্ট্র নেপালের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছে এবং যে-কোনো ধরনের সহায়তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে বলেও তিনি জানান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালের বন্যা নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন শি জিনপিং

নেপালের ভয়াবহ বন্যার পর উদ্ধারকাজ নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া এ তথ্য জানিয়েছে। বন্যায় নিখোঁজদের মাঝে চীন ও অন্যান্য দেশের নাগরিকও রয়েছেন। সবাইকে খুঁজে বের করতে সব ধরনের চেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। উদ্ধার কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালানোর ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি। সিনহুয়া জানিয়েছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নেপালকে জরুরি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। সেইসাথে, উদ্ধারকাজে অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও সহযোগিতা করবে দেশটি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালের বন্যায় আনুমানিক ৯৩ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত : রেড ক্রস

নেপালে বুধবারের ভয়াবহ বন্যায় আনুমানিক ৯৩ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি)। নেপালে সংস্থাটির প্রতিনিধি দলের

প্রধান ডেভিড ফিশার বলেছেন, দেশটিতে নতুন করে বন্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। আইএফআরসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেপালে জরুরি সহায়তায় জন্য তারা আড়াই কোটি সুইস ফ্রাঁ (প্রায় দুই কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড বা তিন কোটি ১০ লাখ ডলার) অর্থায়নের আবেদন জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাদের বিশ্বজুড়ে থাকা নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানো হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে ৩২০ ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে শুক্রবার জানানো হয়েছে আকস্মিক বন্যায় বিধ্বস্ত নেপালে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বা নিখোঁজ এমন ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ৩২০ জন। শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ের সময় মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "নেপালে যে ২১জন ভারতীয় পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তারা আজ দিল্লিতে ল্যান্ড করেছেন। এরা সকলে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা।" "এছাড়া ত্রিশূলী প্রজেক্টে কর্মরতদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ৬৩জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। চীনের দিকে আটকে থাকা ৯৬জন ভারতীয় নাগরিক নিরাপদে স্থলপথে নেপাল সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন বলে জানতে পেরেছি। আমরা তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।" তিনি জানিয়েছেন, চীনের দিকে আটকে থাকা আনুমানিক ৪০০জন ভারতীয় সুরক্ষিত রয়েছেন, তারা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন। "যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারছিলাম না বা যারা নিখোঁজ তাদের সংখ্যা ৩২০জন। তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, তাই এই সংখ্যা বাড়তে বা কমতে পারে।" পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না এমন ১০০জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিও রয়েছেন। এদের অন্য দেশেরও নাগরিকত্ব রয়েছে। সরকারের তরফে এদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

মরদেহ শনাক্ত ও ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে, বিবিসিকে নেপাল কর্তৃপক্ষ

বুধবারের আকস্মিক বন্যায় স্রোতের তোড়ে অনেক মরদেহ ভেসে দূরের জেলাগুলোতে চলে গেছে। ফলে নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করা এবং মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে। নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ১৮৬ কিলোমিটার দক্ষিণে চিতওয়ানে ২২১টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণে নওয়ালপরাসি পূর্ব এলাকা থেকে ১৩৪টি মরদেহ পাওয়া গেছে। চিতওয়ানের চিফ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার গণেশ আরিয়াল বিবিসিকে বলেছেন, অনেক মরদেহের অবস্থা ভালো নেই। ফলে সেগুলো সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় হাসপাতালের মর্গেও আর মরদেহ রাখার জায়গা নেই। এ কারণে মরদেহ রাখার জন্য আপাতত একটি সরকারি ভবন নির্ধারণ করেছে কর্তৃপক্ষ। নেপালের ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত ৫৪৭ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির পুলিশ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হচ্ছে আটকে পড়াদের

ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর নেপালে এখনো উদ্ধার অভিযান চলছে। বন্যায় বিভিন্ন এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাইরেও নিখোঁজ স্বজনদের খোঁজে অপেক্ষা করছে বহু মানুষ। পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে জানতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেছে তাদের।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালের বন্যায় নিখোঁজ প্রায় দুই হাজার মানুষ, ৫৭৯ মরদেহ উদ্ধার

নেপালের রাসুয়ায় ভয়াবহ বন্যার পর যোগাযোগ নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা বেড়ে এক হাজার ৯২৪ জনে দাঁড়িয়েছে। দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে, প্রায় চার ঘণ্টার ব্যবধানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা প্রায় এক হাজার বেড়েছে। কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫৭৯টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টানেলে আটকে পড়া কয়েকশ মানুষের তথ্য নতুন করে হিসাবে যুক্ত হওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে, নেপাল পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নিখোঁজ বিদেশির সংখ্যা ৫৭৫ জন বলা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ আবারও অনিশ্চয়তার মুখে

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ আবারও অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে শেখ হাসিনাকে ঘিরে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফর নিয়ে দুই দেশ নিরবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু ৫ আগস্ট নয়াদিল্লির মাটিতে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্য সেই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন জটিলতা তৈরি করে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের মানবতার বিরোধী অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তবে তিনি বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর মধ্যেই নয়াদিল্লি থেকে তার রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারিত হওয়ায়

ঢাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলাদেশ জানায়, ভারতের মাটি ব্যবহার করে এমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো গ্রহণযোগ্য নয়, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে প্রভাবিত বা অস্থিতিশীল করতে পারে। এরপর তারেক রহমানের ভারত সফরের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন বলে জানায় ঢাকা। একইসঙ্গে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য পলাতক আসামিকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে ভারতের কাছে আবারও পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তবে ভারত জানিয়েছে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ এখনো দেশটির প্রচলিত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনাধীন। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশ ভারত অচল অবস্থার মূল কারণ হয়ত শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নয় বরং ভারতে অবস্থান করে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ। বাংলাদেশের সাবেক প্রেস মিনিস্টার ফয়সাল মাহমুদের মতে, প্রত্যর্পণ এবং হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আলাদা বিষয় হিসেবে দেখা দরকার। তারপর একটি দীর্ঘ এবং জটিল আইনি প্রক্রিয়া। কিন্তু ভারতের থেকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া বন্ধ করা তুলনামূলকভাবে দ্রুত সমাধানযোগ্য বিষয়। ঢাকার মূল উদ্বেগ এখানেই। বাংলাদেশ মনে করছে, ভারতের মাটিতে বসে শেখ হাসিনা যদি রাজনৈতিক বক্তব্য দেন, তাহলে তা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। ফলে নয়াদিল্লি যদি প্রকাশ্যে বা গোপনে এমন নিশ্চয়তা দেয় যে, হাসিনা ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে পারবেন না, তাহলে বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটানোর পথ তৈরি হতে পারে। এই উদ্বেগ অবশ্য নতুন নয়, ২০২৫ সালের এপ্রিলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় তৎকালীন অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্ঠা ড. মুহাম্মদ ইউনূসও ভারতকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন শেখ হাসিনা ভারত থেকে উস্কানিমুলক বক্তব্য দিতে না পারেন। তবে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি ভারতের জন্য অনেক বেশি জটিল। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় আনুষ্ঠানিকভাবে হাসিনাকে ফেরত চায়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে তার মৃত্যুদণ্ডের পরও সেই অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরীক্ষা করা হচ্ছে। ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন, এ ধরনের বিষয়ে চুক্তির বিধান এবং ভারতের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। একইসঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তিতে কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যানের সুযোগও রয়েছে। ফলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলেই রাতারাতি শেখ হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ আইন-আদালত এবং প্রত্যর্পণ চুক্তির বিধান সবকিছুই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তবে কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ঢাকার অবস্থানের পেছনে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হিসাবও রয়েছে। পর্যবেক্ষক ডেবিট বার্গম্যানের মতে, বাংলাদেশ হয়ত জানে যে, ভারত সহজে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করবে না। তারপরও জনগণের কাছে নিজের অবস্থানে স্পষ্ট করতে সরকার প্রত্যর্পণের দাবি জোরালো করছে। অন্যদিকে হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে এলে সরকারের জন্য নতুন সমস্যাও তৈরি হতে পারে। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। তাকে কারাগারে রাখা, বিচার ও সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর প্রতিটি পদক্ষেপেই আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হতে পারে। ঢাকার জন্য হাসিনাকে ফেরত চাওয়া যেমন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তার প্রত্যাবর্তনও নতুন জটিলতার জন্ম দিতে পারে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অবশ্য শুধু শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে নয়, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, সীমান্ত নিরাপত্তা, যোগাযোগ, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক শাহাব এনাম খান মনে করেন, ঢাকার বর্তমান অবস্থানকে সরাসরি ভারতবিরোধী হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নিরাপত্তা ও যোগাযোগের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তবে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের বাস্তবতা বদলে গেছে। এ বিষয়টি ভারতকে আরো স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে। অন্যদিকে ভারতীয় বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশ, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ালেও ভারতের গুরুত্ব কমবে না। কারণ ভৌগোলিক বাস্তবতা দুই দেশকে দীর্ঘমেয়াদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা, যোগাযোগ ও আঞ্চলিক কৌশলের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে বাংলাদেশের জন্য ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও আঞ্চলিক যোগাযোগও অপরিহার্য। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান হতে পারে একটি পারস্পরিক সমঝোতা। ভারত যদি নিশ্চয়তা দেয় যে, শেখ হাসিনা তার ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনীতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না, তাহলে ঢাকার জন্য তারেক রহমানের ভারত সফরের পথ অনেকটাই সহজ হতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশও চাইতে পারে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আইনি প্রক্রিয়াকে আলাদা পথে এগিয়ে নিতে। অর্থাৎ একদিকে প্রত্যর্পণ নিয়ে দিল্লির আইনি পর্যালোচনা চলবে। অন্যদিকে দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াও এগোবে। কারণ দুই দেশের কেউই দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্কের ছেদ চায় না। ভারত বলছে, তারেক রহমানের জন্য আমন্ত্রণ বহাল রয়েছে এবং তারা বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক চায়। শেষ পর্যন্ত সমাধানের প্রশ্নটি দাঁড়াচ্ছে দুই সরকার কে কতটা রাজনৈতিক ছাড় দিতে প্রস্তুত। হাসিনাকে ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত থাকলেও ভূগোল, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা বাস্তবতা বাংলাদেশ ও ভারতকে পরস্পরের সঙ্গে কাজ করতেই বাধ্য করবে। তাই অচল অবস্থা ভাঙ্গার সবচেয়ে কার্যকর পথ হতে পারে হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ভারতের স্পষ্ট নিশ্চয়তা প্রত্যর্পণ

ইস্যুকে আইনি প্রক্রিয়ায় রাখা এবং একইসঙ্গে তারেক রহমানের উচ্চ পর্যায়ের ভারত সফরকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনের নতুন সূচনা হিসেবে ব্যবহার করা।(রেডিও তেহরান: ২৮.০৮.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশের সংসদে যা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠাতে ভারত সরকারের কাছে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে জামালপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনার নামে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির জন্যও আবেদন করা হয়েছে। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ অন্যান্য পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিদেশে পলাতক আসামিদের শনাক্ত, গ্রেফতার ও দেশে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কার্যক্রম জোরদার করেছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ৬ মে হত্যা মামলায় আসামি ও ইন্টারপোলের রেড নোটিশভুক্ত মো. আরিফ সরকারকে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। আরেক হত্যা মামলার আসামি মোবারক মণ্ডলকে ২৭ মে কাতার থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইন্টারপোলের রেড নোটিশে থাকা পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদকে ১২ জুন সংযুক্ত আরব আমিরাতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আবুধাবিতে ইন্টারপোলের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি) থেকে তথ্য পাওয়া যায়। ওই তথ্য পাওয়ার পর তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ১৬ জুন কূটনৈতিক চ্যানেলে আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ প্রস্তাব পাঠায় বাংলাদেশ। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকায় পারস্পরিকতার নীতির আওতায় সহযোগিতার নিশ্চয়তা চেয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। সে অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় নথিপত্র ৪ আগস্ট কূটনৈতিক চ্যানেলে পাঠানো হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে সহযোগিতার জন্য আবুধাবিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে একটি ল' ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ বর্তমানে চলমান। মন্ত্রী বলেন, মানবপাচার মামলায় ইন্টারপোলের রেড নোটিশে থাকা পলাতক মোল্লা নজরুল ইসলামকে সম্প্রতি লিবিয়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ১৬ মার্চ কূটনৈতিক চ্যানেলে আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য পলাতককে শনাক্ত, গ্রেফতার ও দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোল, বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর মাধ্যমে সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০৮.২০২৬ রনি)

বিদ্যুৎকেন্দ্রে কারিগরি ত্রুটি, বাংলাদেশে লোডশেডিং বেড়েছে

বাংলাদেশে চলমান গ্যাস-সংকটের সঙ্গে কয়লা ও তরল জ্বালানির সরবরাহ স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানাচ্ছে, হঠাৎ করে দুটি বড়ো বিদ্যুৎকেন্দ্রে কারিগরি ত্রুটি দেখা দিয়েছে। আর সব সময়ই কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে থাকে, এখনো আছে। সব মিলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে গেছে। এই সময় গরমে চাহিদা বাড়তে থাকায় বেড়েছে লোডশেডিং, বাড়ছে ভোগান্তি। দেশে এখন মোট বিদ্যুৎকেন্দ্র ১৩৭টি। এর মধ্যে ৬৪টি কেন্দ্র সরকারি, ৭০টি বেসরকারি ও ৩টি কেন্দ্র ভারত ও চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির (পিজিসিবি) তথ্য বলছে, বৃহস্পতিবার ৬২টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ ছিল। বাকিগুলো সীমিত সক্ষমতায় উৎপাদন করেছে। ফলে গতকাল দিনের বেলাতেই সর্বোচ্চ লোডশেডিং হয়েছে তিন হাজার ৬৬৪ মেগাওয়াট। পিডিবি ও পিজিসিবি সূত্র বলছে, এর আগে এ মাসে সর্বোচ্চ লোডশেডিং ছিল ১০ আগস্ট। ওইদিন তিন হাজার ৭৫৭ মেগাওয়াট লোডশেডিং করা হয়েছিল। ৯ আগস্ট থেকে এক সপ্তাহ টানা সর্বোচ্চ লোডশেডিং হয়েছে গড়ে সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট। এরপর এটি কমে এলেও দুইদিন ধরে আবার বাড়ছে। জ্বালানি তেল থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পিডিবির সদস্য (উৎপাদন) মো. জহুরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দুটি বড়ো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি করে ইউনিটে উৎপাদন বন্ধ। আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেও পুরো সক্ষমতায় বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাসের সরবরাহ বাড়ছে না। আবার চাইলেও তেলচালিত কেন্দ্র থেকে সব সময় উৎপাদন করা যায় না, মাঝে মধ্যে বিরতির কারণে অর্ধেক সক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। এতে করে বিদ্যুৎ ঘাটতি কিছুটা বেড়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০৮.২০২৬ রনি)

'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন'-কে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঘোষণা, জাতিসংঘের নিন্দা

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর মনে করে, ট্রাম্প প্রশাসনের 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন' নামের সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করা বাকস্বাধীনতার ওপর 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ'। তাদের মতে, এমন তকমা 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দের অতিশায়িত প্রয়োগের শামিল, নাগরিক পরিসরে এর ভীতিকর প্রভাব পড়তে পারে। বুধবার প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সন্ত্রাসবাদ রোধের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বামপন্থি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন, এ ঘোষণা তারই একটি অংশ।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ফলকার টুর্কের দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, এই ঘোষণাকে 'বাকস্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকারের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ বলে মনে হচ্ছে।" বিবৃতিতে আরো বলা হয়, "নথিপত্রে দেখা গেছে, সন্ত্রাসবাদ শব্দের অতিশায়িত প্রয়োগ নাগরিক পরিসরে ভীতিকর প্রভাব ফেলে।" এর আগে, প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করে যুক্তরাজ্য। ফলকার টুর্কের দপ্তর তারও নিন্দা জানিয়েছিল। প্যালেস্টাইন অ্যাকশন মূলত যুক্তরাজ্যে ইসরায়েলসংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা কোম্পানি, বিশেষ করে ইসরায়েলের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান এলবিট সিস্টেমস-এর বিরোধিতা করে। প্রায়ই তারা এসব প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করে বা সেখানে লাল রঙ ছিটিয়ে প্রতিবাদ জানায়। ২০২৫ সালের জুন মাসে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ব্রাইজ নর্টন ঘাঁটিতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন। তখন দুটি সামরিক বিমানেরও ক্ষতি করা হয়। তারপরই প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে নিষিদ্ধ করে যুক্তরাজ্য। ওই ঘোষণার পর যুক্তরাজ্যে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হয়। প্রায় তিন হাজার বিক্ষোভকারীকে তখন গ্রেফতার করা হয়। প্যালেস্টাইন অ্যাকশন জানিয়েছে, তাদের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য "ইসরায়েলের যুদ্ধযন্ত্রকে ব্যাহত করার মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা" এবং গাজায় ইসরায়েলের হামলার বিরোধিতা করা। সংগঠনটি আরো জানিয়েছে, "ইসরায়েলের সামরিক-শিল্প কাঠামোকে সহায়তা করে এমন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর' বিরুদ্ধে তারা "বাধা দেওয়ার কৌশল" প্রয়োগ করে থাকে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০৮.২০২৬ রনি)

প্রেমের নাটক-সিনেমা বন্ধের আইনি নোটিশ, ৭ সংগঠনের উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

প্রেমভিত্তিক চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাণ ও সম্প্রচারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের দাবি জানিয়ে আইনি নোটিশ দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে টেলিভিশন নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতটি সংগঠন। সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "রোমান্টিক নাটক বা সিনেমা নির্মাণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধ করার দাবি কোনোভাবেই সৃজনশীল শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই টেলিভিশন মাধ্যমের সংশ্লিষ্ট সব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা নোটিশের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" সম্মিলিত প্রতিবাদ লিপিতে সংগঠনগুলো বলেছে, রোমান্টিক নাটক ও সিনেমা নির্মাণ বন্ধের দাবিতে লিগ্যাল নোটিশ জারির বিষয়টি টেলিভিশন ও বিনোদন অঙ্গনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, শিল্পী, নির্মাতা, প্রযোজক, কলাকুশলী এবং বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশের টেলিভিশন ও অডিও ভিজ্যুয়াল শিল্প দীর্ঘদিন ধরে দেশের সংস্কৃতি, বিনোদন, সৃজনশীলতা ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নাটক, সিনেমা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে সৃজনশীল স্বাধীনতা, শিল্পীর মতপ্রকাশের অধিকার এবং প্রচলিত আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনগুলোর মতে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আওতায় তার প্রতিকার করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ সৃজনশীল মাধ্যমের একটি নির্দিষ্ট ধারার নির্মাণ বন্ধের উদ্যোগ টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।" রোমান্টিক নাটক বা সিনেমা নির্মাণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধ করার দাবি কোনোভাবেই সৃজনশীল শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়- বলার পাশাপাশি সাত সংগঠন দায়িত্বশীল ও মানসম্মত কনটেন্ট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এ প্রতিবাদলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন ডিরেক্টর্স গিল্ডের সভাপতি শহীদুজ্জামান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল হাসান, অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি আজাদ আবুল কালাম ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ মামুন অপু, টেলিভিশন নাট্যকার সংঘের সভাপতি শিহাব শাহীন ও সাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন সুমন, ক্যামেরাম্যান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক সাহিল রনি, অডিও-ভিজ্যুয়াল টেকনিক্যাল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাদেক সিদ্দিকী, টেলিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর্স অর্গ্যানাইজেশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক রাজ্জাক রাজ এবং বাংলাদেশ মেকআপ আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহবুব রহমান মানিক।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৮.০৮.২০২৬ রনি)

এনএইচকে

নেপাল-চীন সীমান্তে আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৭২

বুধবার নেপাল ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানা ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৪৭২-এ পৌঁছেছে এবং আরও ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। মধ্য নেপালের রসুয়া জেলা এবং চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের শিগাতসে শহরে বন্যা আঘাত হেনেছে। রয়টার্সের প্রকাশ করা এলাকাটির আগের ও পরের স্যাটেলাইট চিত্রে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ফুটে উঠেছে। ২০২৪ সালের একটি ছবিতে নদীর ধারে যানবাহন, একটি সীমান্ত চৌকি এবং অন্যান্য ভবন দেখা যায়। বৃহস্পতিবার তোলা নতুন ছবিতে নদী ও তার চারপাশের এলাকা কাদায় ঢাকা অবস্থায় দেখা গেছে এবং কোনো ভবনই দৃশ্যমান নয়। নেপালি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ৪৬৯ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে এবং আরও ৯১০ জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সীমান্তে তাদের

এলাকায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫৫৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তারা এও জানিয়েছে যে, ভূমিধসের ফলে চীনের অংশে একটি নতুন হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে, যা দুর্যোগের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৮.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটে কারখানা চলছে জেনারেটরে, ডিজেলের 'নীরব ঘাটতি'

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটের মধ্যে ডিজেলের চাহিদা বেড়েছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে শিল্পকারখানা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ডিজেলচালিত জেনারেটরের ব্যবহার বেড়েছে। এর ফলে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় ডিজেলের চাহিদা বেড়েছে কয়েক গুণ। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ সীমিত থাকায় বিভিন্ন অঞ্চলে ডিজেলের 'নীরব ঘাটতি' তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যানকে দেওয়া এক চিঠিতে সংগঠনটির আহ্বায়ক সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম কাবুল এসব কথা জানান। চিঠিতে তিনি চাহিদা অনুযায়ী সারা দেশে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিপিসির চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চিঠিতে বলা হয়, বর্তমানে সারা দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। একই সময়ে মোট গ্যাসের চাহিদার প্রায় ২৫ শতাংশ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বড়ো শিল্পকারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে ডিজেলচালিত জেনারেটরের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। এতে সারা দেশে ডিজেলের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সংগঠনটির দাবি, ঢাকা বিভাগে ডিজেলের চাহিদা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ থেকে ১২ গুণ বেড়েছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ না করে বিপণন কোম্পানিগুলোকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল সরবরাহের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়, নির্ধারিত পরিমাণের বেশি জ্বালানি সরবরাহ করা হলে সংশ্লিষ্ট বিপণন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত জ্বালানি সরবরাহের জন্য দায়ী করা হবে- এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে চাহিদা বেশি থাকা সত্ত্বেও অনেক এলাকায় পেট্রোল পাম্পগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজেল মজুত করতে পারছে না। বিশেষ করে ঘন শিল্পকারখানা-বেষ্টিত এলাকাগুলোর পেট্রোল পাম্পগুলো প্রতিদিন যে পরিমাণ ডিজেল সরবরাহ পাচ্ছে, তা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে রেশনিং করে গ্রাহকদের জ্বালানি দিতে হচ্ছে। এতে পাম্প মালিকরা আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় কম পরিমাণ ডিজেল মজুত রাখতে পারছেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এ অবস্থায় শিল্পাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় ডিজেল কেনার ক্ষেত্রে এক ধরনের 'প্যানিক' তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেছে পেট্রোল পাম্প মালিকদের সংগঠনটি। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

সরকার ফ্যাসিজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা ফেরানোর চেষ্টা করছি

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সরকার ফ্যাসিজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদেরকে সে পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছি। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে দলীয় ইউনিট সভাপতিদের সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা ও বিএনপিসহ অনেকগুলো রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করেছিলাম। সেখানে উল্লেখ ছিল, নির্বাচিত সরকার ১৮০ দিনের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা এখন জুলাই সনদকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। সেপ্টেম্বরে ১৮০ দিন পূর্ণ হবে। আমরা আশা করবো, সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন অধিবেশন ডেকে সে সনদকে বাস্তবায়ন করবে। অন্যথায়, আমরা এদেশের জনগণকে নিয়ে সনদ বাস্তবায়নে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেবো। তিনি বলেন, সরকার সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ করে যাচ্ছে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদসহ সব উন্নয়ন ক্ষেত্রে দলীয়করণ করা হচ্ছে। এটা অসাংবিধানিক। আজকে যদি, দেশে কোনো দলীয় সরকার না থাকতো, তাহলে প্রশাসক নিয়োগটা বৈধতা ছিল। কিন্তু এখন দলীয় নির্বাচিত সরকার রয়েছে, তারা এটা পারে না। সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচন দিয়ে জনপ্রতিনিধির নির্বাচন করার সুযোগ দিলে জনগণের ভোগান্তি কমবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে জামায়াতের সেক্রেটারি বলেন, এদেশে সব বিষয়ক একজন মন্ত্রী রয়েছে। তিনি সব মন্ত্রণালয় নিয়ে কথা বলেন। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলকে ছোটো করে তিনি বক্তব্য রাখেন। অথচ, তার মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা আইন-শৃঙ্খলার অবনতির দিকে তার খেয়াল নেই। সরকারের উদ্দেশ্যে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরা দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছি না। সব দিকে শুধু সরকার দলীয় লোকদের মারামারি দেখতে পাচ্ছি। দেশে উন্নয়নের বৈষম্য চলছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যের আসনে সুষম বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, নির্বাচিত সংসদ সদস্য তার এলাকায় সব উন্নয়ন করবে, উদ্বোধন করবে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকার বিরোধীদলের সংসদ সদস্যের এলাকায় সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদেরকে দারোয়ান হিসেবে উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব দিয়েছে, যা বেমানান। এতে করে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের আরও খাটো করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

একসঙ্গে ফিরল সাত মরদেহ, কান্নায় ভারী আত্রাইয়ের কয়েক গ্রাম

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অগ্নিকাণ্ডে নিহত সাত বাংলাদেশির মরদেহ দেশে ফেরার পর থেকেই নওগাঁর আত্রাই উপজেলার কয়েকটি গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শুক্রবার সকাল ১০টায় আত্রাইয়ের মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজ মাঠে নিহতদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, জানাজা শেষে মরদেহগুলো নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। পরে শুক্রবার জুমার নামাজের পর পারিবারিকভাবে দ্বিতীয় দফা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় কিছুক্ষণের জন্য কফিনের মুখ খোলা হলে শেষবারের মতো প্রিয়জনের মুখ দেখেন স্বজনেরা। কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পুরো এলাকার পরিবেশ। গণ্ডগোহালী গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, এর আগে, এতগুলো মরদেহ কখনও দেখিনি। এ ঘটনার পর থেকেই আমাদের গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যে ছেলেগুলো মারা গেল, তারা সবাই পরিবারের উপার্জনের একমাত্র উৎস ছিল। তাদের মৃত্যুতে পরিবারগুলো আর্থিকভাবেও ভেঙে পড়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

আজ সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬৯৫ মেগাওয়াট লোডশেডিংয়ের আভাস

দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে আজ শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬৯৫ মেগাওয়াট লোডশেডিং হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাওয়ার সিস্টেমের 'ফোরকাস্ট সিনারিও' অনুযায়ী, রাত ১১টায় বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়াতে পারে ১৭ হাজার ১৪০ মেগাওয়াটে। ওই সময়ে উৎপাদনের পূর্বাভাস রয়েছে ১৪ হাজার ৩১৭ মেগাওয়াট এবং লোডশেডিং ধরা হয়েছে ২ হাজার ৬৯৫ মেগাওয়াট। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ পিএলসি থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণে এ চিত্র দেখা গেছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, দুপুরের পর বিদ্যুৎ ঘাটতি বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। দুপুর ১২টায় ৩৬৩ মেগাওয়াট, দুপুর ১টায় ১ হাজার ১৪১ মেগাওয়াট এবং বিকেল ৩টায় ৯৪১ মেগাওয়াট লোডশেডিং হতে পারে। বিকেল ৪টায় ৭৩৮ মেগাওয়াট এবং ৫টায় ৫২৭ মেগাওয়াট লোডশেডিংয়ের পূর্বাভাস রয়েছে। সন্ধ্যার পর বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটতিও বাড়তে পারে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ২৬৮ মেগাওয়াট লোডশেডিংয়ের পর সন্ধ্যা ৭টায় তা বেড়ে ১ হাজার ৮ মেগাওয়াটে দাঁড়াতে পারে। রাত সাড়ে ৭টায় ১ হাজার ৭০৪ মেগাওয়াট এবং রাত ৮টায় ১ হাজার ৭৪৪ মেগাওয়াট লোডশেডিং হতে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাশিয়ায় গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে এক বাংলাদেশিসহ নিহত ১৫

রাশিয়ার আমুর অঞ্চলে এক গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে বাংলাদেশি এক কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ৩৫ বাংলাদেশি কর্মী আহত হয়েছেন এবং একজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার দূরে আমুর অঞ্চলে অবস্থিত কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (এজিসিসি) প্রকল্পের সিনোপেক গ্যাস ফিল্ডে গত ২৫ আগস্ট গ্যাস বিস্ফোরণে ১৫ কর্মী মারা যান। নিহতদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের বাসিন্দা জাকির হোসেন রয়েছেন। অন্য নিহতদের মধ্যে চীন ও রাশিয়ার নাগরিক রয়েছেন বলে জানা গেছে। ওই দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাসিন্দা মোহাম্মদ আলাল হোসেন রাজু এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় ৩৫ বাংলাদেশি কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ছয়জন বর্তমানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন, তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মস্কো নেওয়া হচ্ছে। আহত বাংলাদেশি নাগরিকদের চিকিৎসা ও সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাস। এরই মধ্যে দূতাবাস একটি হটলাইন নম্বর চালু করেছে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে কর্মরত অন্যান্য বাংলাদেশি নাগরিকদের সঙ্গেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

সিলেটে হাম উপসর্গ নিয়ে একদিনে আরও তিন শিশুর মৃত্যু

সিলেটে হাম উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সিলেটের শহিদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল ও এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। একই সময়ে নতুন করে ছয়জনের হাম রোগ শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে সিলেট বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর হাম শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩১ জনের। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হাম উপসর্গ নিয়ে নিয়ে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে সিলেটের শহিদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে দুইজন। দুই শিশুর মধ্যে একজনের বয়স ৫ মাস ও একজনের ১১ মাস। এছাড়া সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে আরও একজন। ওই শিশুর বয়স ৯ মাস। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হাম উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ১২৮ জন। তাদের মধ্যে শহিদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ৫৯ জন, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬০জন এবং মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ৯ জন ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে সন্দেহজনক হাম রোগে আক্রান্ত ৩৫৬ জন চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শহিদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ১৪০ জন এবং ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১১০ জন রয়েছেন। বাকিরা সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রয়েছেন। প্রতিবেদন আরও বলা হয়, এ পর্যন্ত সিলেট বিভাগে হাম উপসর্গ নিয়ে ১৪১ জন এবং নিশ্চিত হাম রোগে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৫১ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিজিবিকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন ভারতীয় নাগরিক

মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন বলাই দাস নামে এক ভারতীয় নাগরিক। পরে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার থেকে বিদেশি পিস্তল, দুই রাউন্ড গুলি ও পাঁচশত পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাতে বিজিবির একটি বিশেষ টহলদল উপজেলার কুমারশাইল সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার সময় এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে বড়লেখার কুমারশাইল সীমান্তে বিজিবির সঙ্গে ভারতীয় চোরাকারবারিদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এসময় আহত অবস্থায় বলাই দাস নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুই রাউন্ড গুলি এবং পাঁচশত পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়নের (৫২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আতাউর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, ভারতীয় একটি চোরাকারবারি দল বড়লেখার কুমারশাইল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অবৈধ অস্ত্র ও মাদক প্রবেশের চেষ্টা করছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সন্দেহভাজন চোরাকারবারিদের চ্যালেঞ্জ করলে তারা বিজিবি সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীতে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

রাজধানীর শাহ আলী থানা এলাকায় ছয় বছর বয়সি এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে সুমন (৩২) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। শাহ আলী থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, গত বুধবার (২৬ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দিকে শাহ আলী থানার রয়েল সিটি পকেট গেট সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শিশুটি অসুস্থতা বোধ করলে তার মা তাকে চিকিৎসার জন্য শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে ধারণা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। পরে শিশুটির মা তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, পাশের বাসার ভাড়াটিয়া সুমন তাকে নিজের কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। এ ঘটনায় শিশুটির মা গতকাল বৃহস্পতিবার শাহ আলী থানায় এজাহার দায়ের করেন। এজাহারের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে শাহ আলী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সুমনকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার সুমনের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

রিজভীর নামে ভুয়া ফেসবুক আইডি-পেজ, থানায় জিডি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে পরিচালিত একাধিক ভুয়া ফেসবুক আইডি ও পেজের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এসব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রিজভীর নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য, মন্তব্য, ছবি ও ভিডিও প্রচারের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রিজভীর ব্যক্তিগত সহকারী মশিউর রহমান রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় এ জিডি করেন। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে নিজের ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি জানান তিনি। জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রুহুল কবির রিজভী আহমেদ নিজে কোনো ফেসবুক আইডি, প্রোফাইল বা পেজ পরিচালনা করেন না। ফলে তার নামে পরিচালিত কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত পোস্ট, মন্তব্য, ছবি, ভিডিও কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্যকে তার ব্যক্তিগত বা অনুমোদিত বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। জিডিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি রিজভীর নাম, ছবি, পরিচয় ও রাজনৈতিক পদবী ব্যবহার করে কয়েকটি ফেসবুক আইডি, প্রোফাইল ও পেজ পরিচালনার বিষয়টি নজরে এসেছে। এর মধ্যে একটি অ্যাকাউন্টে ব্লু ভেরিফিকেশন বা ব্লু মার্কও দেখা যাচ্ছে। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ওই অ্যাকাউন্টটি রিজভীর প্রকৃত ও অনুমোদিত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বলে ভুল ধারণা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, এসব ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে রিজভীর নামে বিভিন্ন বক্তব্য, রাজনৈতিক মতামত, ছবি, ভিডিও, সংবাদ ও অন্যান্য কনটেন্ট প্রচার করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এসব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। জিডিতে আরও বলা হয়েছে, রিজভীর পরিচয় ব্যবহার করে ভুয়া বক্তব্য বা রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো হলে তার ব্যক্তিগত সুনাম ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

আইন পেশায় অর্থের পেছনে না ছুটে দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, আইনজীবী হিসেবে সফল হতে হলে শুধু অর্থের পেছনে না ছুটে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে। দুর্নীতি কিংবা কোনো ধরনের শর্টকাট অবলম্বন করে

দ্রুত বড়লোক হওয়ার চেষ্টা না করে মেধা, সততা, নৈতিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে একজন আদর্শ আইনজীবী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইউএপির 'ল' গ্র্যাজুয়েটদের সম্মাননা প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম ২০২৬'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট পরীক্ষা পদ্ধতিকে স্বচ্ছ ও কঠোর করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইনজীবী হিসেবে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইনজীবী হিসেবে সনদ পেয়েছেন, তারা কারও দয়া বা অনুকম্পায় নয়, নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই এ অবস্থানে এসেছেন। তিনি বলেন, এনরোলমেন্ট পরীক্ষায় কোনো ধরনের নেপোটিজমের সুযোগ নেই। এমনকি এনরোলমেন্ট কমিটির সদস্যদের সন্তানদেরও পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার নজির রয়েছে। তাই নবীন আইনজীবীদের নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার প্রতি আস্থা রেখে পেশাগত জীবনে এগিয়ে যেতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে লিফট থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত অবস্থায় লিফট থেকে পড়ে উজ্জ্বল খন্দকার (৪০) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে নিকিমথ কোম্পানির একটি ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। উজ্জ্বল খন্দকার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ট্রাফিক মোড় এলাকার আব্দুস সবুর খন্দকারের ছেলে। তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে নিকিমথ কোম্পানির শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ জানায়, দুপুরে প্রকল্পের নিকিমথ কোম্পানির 'OOUKS' ভবনে ম্যান লিফটে কাজ করছিলেন উজ্জ্বল খন্দকার। কাজের একপর্যায়ে আনুমানিক ২০ ফুট ওপর থেকে তিনি নিচে পড়ে যান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় তার হাত-পা ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি ঘাড়ের মাংসপেশি ছিঁড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উজ্জ্বল খন্দকারের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান বলেন, "দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গ নিয়ে প্রাণ গেলো আরও ৫ শিশুর

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে হাম-সংক্রান্ত রোগে এখন পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬০ জনে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হামে পাঁচজন মারা গেছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৯ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ৮৬১ জনের প্রাণ গেছে। এছাড়া নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৭০ জনের। একইসঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ১১০ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা এক লাখ ৩৫ হাজার ৪৭৩ জন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে এক লাখ ৩০ হাজার ৪৫৭ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

উত্তরায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিল, পোস্টার ও ব্যানারসহ আটক ১

রাজধানীর উত্তরায় মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের নেতাকর্মীরা। এ সময় পুলিশ ধাওয়া দিয়ে মিছিল থেকে পোস্টার ও ব্যানারসহ একজনকে আটক করে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকাল পৌনে ৮টার দিকে গাজীপুর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার জসিম উদ্দিন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে মিছিলটি র‍্যাব-১ কার্যালয়সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর আনিছুর রহমান নাঈমের ব্যানারে মিছিল বের করা হয় বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিলকারীরা সড়কে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মিছিলকারীদের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। পরে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। এ সময় মিছিল থেকে একজনকে আটক করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল থেকে 'ডাক দিয়েছে নাঈম ভাই, ঘরে থাকার সময় নাই', 'উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগ', 'শেখ হাসিনার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই', 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিল ও আটকের বিষয়ে উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদ আলম বলেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা জড়ো হচ্ছিলেন। ওই সময় পুলিশ ধাওয়া করে পোস্টার, ব্যানারসহ একজনকে আটক করে। মিছিলকে কেন্দ্র করে কোনো মারামারি বা সংঘর্ষ হয়েছে কি না জানতে চাইলে ওসি মোরশেদ আলম বলেন, পুলিশ যখন ধাওয়া দেয়, তখন আশপাশের লোকজনও ধাওয়া দেয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, ওসি বললেন 'কিছুই জানি না'

চট্টগ্রাম নগরীর অনন্যা আবাসিক এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। তবে মিছিলের বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন বায়েজিদ বোস্তামী থানার ওসি। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকালে কয়েক মিনিটের ওই মিছিলের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি-ভিডিওতে দেখা যায়, শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে অনন্যা আবাসিক এলাকার পাশ দিয়ে ১৫-২০ জনের একটি দল মিছিল বের করে। মিছিলে 'শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাউজান উপজেলা ছাত্রলীগের সংগঠক হিসেবে পরিচিত আসিফ তুষার। মিছিলে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে একাধিক হত্যা মামলায় কারাবন্দি সাবেক সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরীর ছবি সংবলিত ব্যানারও দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালবেলা সড়কটি তুলনামূলক ফাঁকা থাকার সুযোগে অনন্যা আবাসিক এলাকা থেকে মিছিল বের করে তারা। 'জয় বাংলা'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে তারা কুয়াইশ সড়কের দিকে চলে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিছিল শেষ করে দ্রুত সেখান থেকে সরে যান অংশগ্রহণকারীরা। মিছিলের কয়েকটি ছবি ও ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম জরুরি : ডিসি জাহিদ

শুধু বই পড়ে জ্ঞান অর্জন কিংবা বড়ো ডিগ্রি পেলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়া। তিনি বলেছেন, শিক্ষার সঙ্গে মানবিকতা, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সমন্বয় ঘটাতে হবে। বড়োদের সম্মান, ছোটোদের স্নেহ এবং বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা না থাকলে সেই শিক্ষা সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো কাজে আসে না। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকালে চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম নগরের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতে দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জাহিদুল ইসলাম বলেন, মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে বই। বই এমন একটি বাহন, যা মানুষকে অতীতের কাছে নিয়ে যায়, বর্তমানকে বুঝতে শেখায় এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

২৫ দিনে সংস্কার, পথচারীদের জন্য উন্মুক্ত কামরাঙ্গীরচর লোহার ব্রিজ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) নিজস্ব অর্থায়নে এবং নিবিড় তত্ত্বাবধানে মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে সংস্কারকাজ সম্পন্ন করে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে কামরাঙ্গীরচর লোহার ব্রিজ। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টায় ডিএসসিসির প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ব্রিজটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান। ১৪৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৪.২ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি সংস্কারের ফলে কামরাঙ্গীরচর এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৫০ লাখ নাগরিক সরাসরি উপকৃত হবেন। প্রতিদিন প্রায় ৭০ হাজার মানুষ যাতায়াতের কাজে এই ব্রিজটি ব্যবহার করেন। দ্রুততম সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে জরাজীর্ণ ব্রিজটি সংস্কার করায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের যাতায়াতে দুর্ভোগ দূর হওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, নগরবাসীর যাতায়াত সুগম ও নিরাপদ করতে সিটি করপোরেশন বদ্ধপরিকর। নিজস্ব অর্থায়নে রেকর্ড সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা তারই একটি প্রমাণ। তিনি বলেন, কামরাঙ্গীরচরের ঐতিহ্যবাহী এই ব্রিজটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার জন্য আট লেন প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসক ঘোষণা দেন এখন থেকে ব্রিজটি কেবল পথচারীদের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ হাজারের বেশি রোগী

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নতুন ৩৪২ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৮০ জন। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বার্তা অনুযায়ী, ডেঙ্গুতে নতুন কেউ মারা যাননি। তবে এ বছর এখন পর্যন্ত রোগটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮৮ জনের। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ৬১৭ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এছাড়া খুলনায় ৫৭৫, বরিশালে ৩৫৬, ময়মনসিংহে ১৭৯, চট্টগ্রামে ১৬৩, রাজশাহীতে ১৫৩, রংপুরে ৩০ ও সিলেট বিভাগে সাতজন চিকিৎসাধীন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

দুই মাসেই এডিসের ঘনত্ব দ্বিগুণ, ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিতে রাজশাহী

রাজশাহীতে দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি। একদিকে নগরীতে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার প্রজনন ঘনত্ব আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, অন্যদিকে হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ কীটতাত্ত্বিক জরিপে রাজশাহী নগরীতে এডিস মশার প্রজনন ঘনত্বের ব্রেটো সূচক পাওয়া গেছে ৬১ দশমিক ৩৩। বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশনা অনুযায়ী, ব্রেটো সূচক ২০-এর বেশি হলে কোনো এলাকাকে ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসাবে রাজশাহীর বর্তমান সূচক উচ্চ ঝুঁকির নির্ধারিত সীমার তিন গুণেরও বেশি। একইসঙ্গে গত ৪৮ ঘণ্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নতুন করে ২১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালটিতে ৪৮ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে রাজশাহী নগরীতে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার ঘনত্ব প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে নগরীতে পরিচালিত কীটতাত্ত্বিক জরিপে ব্রেটো সূচক ছিল ৩০ দশমিক ৬৬। আগস্টের সর্বশেষ জরিপে সেই সূচক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ দশমিক ৩৩। অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমে অল্প সময়ের মধ্যেই এডিস মশার প্রজনন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এ অবস্থায় নগরীতে ডেঙ্গুর সংক্রমণ আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলছে, বিনামূল্যে যাবে ১০ হাজার কর্মী

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হচ্ছে। এর আওতায় ১০ হাজার কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফ্যাসিবাদী আমলের দুর্নীতি, দুঃশাসন, সিন্ডিকেট ও অনিয়মের কারণে বন্ধ থাকা শ্রমবাজারকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হচ্ছে। এই বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে একাধিক বৈঠকের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ও রাজা সুলতান ইব্রাহিম ইস্কান্দারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এই সরাসরি বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণের ঐতিহাসিক ও বিশাল সম্ভাবনার দ্বার আজ উন্মোচিত। মন্ত্রণালয় জানায়, ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেখানে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণকারী বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি বাছাই করার দায়িত্ব এককভাবে মালয়েশিয়া সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ ধরনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ। এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকায় মালয়েশিয়া সরকারের আরোপিত শর্ত বাংলাদেশের পক্ষে পরিবর্তন সহজ নয়। তবে এ বিষয়ে বর্তমান সরকার মালয়েশিয়ার সরকারের সঙ্গে আলোচনার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছে। বাংলাদেশ সরকারের মূল সাফল্য এখানেই যে, মালয়েশিয়ার নিজস্ব আইনি শর্তাবলি ও নীতিমালার সঙ্গে সর্বোচ্চ সমন্বয় রক্ষা করে বাংলাদেশের স্বার্থ এবং রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের কল্যাণ ও সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি চান চা শ্রমিকরা

দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি, ভূমি অধিকার ও নির্বাচনের দাবিতে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির বারমাসিয়া চা বাগানে সমাবেশ করেছে চা শ্রমিকরা। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকালে বারমাসিয়া চা বাগানের কালিতলায় পঞ্চায়েত সভাপতি অপু কূর্মীর সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি তপন দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খান, চট্টগ্রাম ভ্যালী কমিটির সাবেক সভাপতি প্রদীপ দাশ, বাদল মুন্ডা, তপন কূর্মী, পরেশ মুন্ডা, সিন্ধু বালা কুর্মী, ললিতা কূর্মীসহ বিভিন্ন বাগানের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাগান এলাকা প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম দিন দিন বাড়ছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ সব কিছুর দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। চা শ্রমিকরা ১৮৭ টাকা মজুরি দিয়ে কীভাবে চলতে পারে? তাই আজ দাবি উঠেছে, দৈনিক নিম্নতম ৫০০ টাকা মজুরি দেওয়ার। নেতৃবৃন্দ চা শ্রমিকদের জন্য ভূমি অধিকার ও নির্বাচনের দাবি জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

কপ সম্মেলনে নভেম্বরে তুরস্ক সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী নভেম্বরে জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-৩১) অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তুরস্ক সফর করবেন। বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ২৩তম ওআইসির কাউন্সিল অব ফরেন মিনিস্টারস বৈঠকের সাইডলাইনে তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুসা কুলাকলিকায়ার সঙ্গে বৈঠকে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। বৈঠকে দুইদেশের প্রতিনিধিরা আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রস্তুতির কথা জানান। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়ে উভয়পক্ষ বিদ্যমান সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কূটনীতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে অভিন্ন আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো উচ্চতর পর্যায়ে

উন্নীত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান, আসন্ন কপ সম্মেলনে অংশ নিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তুরস্ক সফর করবেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ২৮. ০৮.২০২৬ আসাদ)

৩১ অ্যাপে অবৈধ ঋণের ফাঁদ, সতর্ক থাকার আহ্বান বাংলাদেশ ব্যাংকের

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক নানা গ্রুপের মাধ্যমে পরিচালিত অনুমোদনবিহীন ও অবৈধ ঋণ কার্যক্রম থেকে সতর্ক থাকতে সাধারণ জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একইসঙ্গে এ ধরনের অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্ম থেকে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সতর্কতা জারি করেছে বাংলাদেশ। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়, বাংলাদেশে ঋণ প্রদান একটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত আর্থিক কার্যক্রম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান ছাড়া কোনো মোবাইল অ্যাপ বা ডিজিটাল মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বৈধ নয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী প্রতারণামূলকভাবে ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাথী লোন, পপক্যাশ, ফিনক্যাশ, কুইক লোন, কুইক টাকা, ঢাকা ফিন, লোনভাইব, দোস্ত লোন, টাকা ক্যাশ লোন, কেওয়নজা লোন, এসএসএইচ মানি, লোনবাড়ি, সাথি লোন, ক্যাশহোরো, আলো ক্যাশ, ফাস্ট লোন, ইজি টাকা, ধৈর্য লোন, ফিন ডট ডু, বঙ্গক্যাশ, আশা লোন, সুবিধা লোন, স্মার্ট লোন বিডি, অনলাইন লোন বিডি, সিটি অনলাইন লোন, বিডি সহজ লোন, ক্যাশ লোন, সোনালী, লোনহাট ও টাকানাও।

গ্রাহকদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৪ পরামর্শ :

১. কোনো মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।
২. প্রতারণা ও মানিলন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবৈধ ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
৩. ঋণের প্রলোভনে পড়ে অপরিচিত অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্মে জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক হিসাব বা ফোনের সংবেদনশীল তথ্য প্রদান করবেন না।
৪. ঋণ দেওয়ার নামে কোনো অগ্রিম অর্থ, প্রসেসিং ফি বা নিবন্ধন ফি চাওয়া হলে সতর্ক থাকুন।

এ ধরনের অনুমোদনবিহীন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রতারিত হলে বা তথ্য জানা থাকলে তা বিএফআইইউ-এর ওয়েবসাইট অথবা মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিএফআইইউ পরিচালকের দপ্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ২৮. ০৮.২০২৬ আসাদ)

দেশের আইনজীবীদের মান নিয়ে সংশয় আছে : আইনমন্ত্রী

দেশে ৮০ হাজার আইনজীবী থাকলেও তাদের মান নিয়ে সংশয় আছে, তাদের জন্য নেই কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তবে বর্তমান সরকার তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিতে উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শুক্রবার সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আইনজীবীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে ১৮ হাজার আইনজীবী অথচ তাদের মধ্যে ভালো আইনজীবী কয়জন, তা জানার উপায় নেই। এটিই তিক্ত বাস্তবতা।" (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ২৮. ০৮.২০২৬ আসাদ)

গাবতলী থেকে পুরান ঢাকা হয়ে নারায়ণগঞ্জ, আসছে নতুন মেট্রোরেল

এমআরটি লাইন-২ নামে নতুন একটি মেট্রোরেল প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, যা গাবতলী থেকে পুরান ঢাকা হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত চলাচল করবে। এই মেট্রো লাইন রাজধানীর অন্যান্য মেট্রোরেলকেও সংযুক্ত করবে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০ হাজার ৮৩৭ কোটি টাকা। ব্যয়ের বড়ো জোগান দেবে বিশ্বব্যাংক। এ ছাড়া এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। জানা গেছে, মেট্রোরেল লাইন-২ প্রকল্পের স্টেশন হবে ২৪টি। প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। পাতাল ও উড়াল দুই ধরনের রুট থাকবে। প্রকল্পের সমীক্ষার জন্য গাবতলী থেকে ডেমরা এবং গাবতলী থেকে ডেমরা হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মতামত অনুযায়ী, প্রকল্পের রুট বিন্যাসে নারায়ণগঞ্জকে অন্তর্ভুক্ত করে গত মে মাসে পিডিপিপি করা হয়। পরিকল্পনায় গাবতলী থেকে নারায়ণঞ্জের তারাবো পর্যন্ত চলাচল করার কথা রয়েছে। মাঝখানের স্টেশনের মধ্যে রয়েছে– ঢাকা উদ্যান, বছিলা মোড়, মোহাম্মদপুর বিআরটিসি, বাসস্ট্যান্ড, জিগাতলা, সায়েন্স ল্যাব, নিউমার্কেট, আজিমপুর, লালবাগ, চকবাজার, মিটফোর্ড, নয়াবাজার, ধোলাইখাল, দয়াগঞ্জ, কাপ্তানবাজার ও ডেমরা। এ ছাড়া গুলিস্তান থেকে নয়াবাজার হয়ে সদরঘাট পর্যন্ত এর একটি শাখা লাইন নিয়ে যাওয়ারও প্রস্তাব রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ২৮. ০৮.২০২৬ আসাদ)

২০৩০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া-ভিয়েতনাম-থাইল্যান্ডকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ : আইএমএফ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বেড়ে ৬৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। একই সময়ে মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির আকারের দিক থেকে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের অর্থনীতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। আইএমএফের এই পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ আঞ্চলিক অর্থনীতিতে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারে। কানাডার সংবাদমাধ্যম ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্টের 'দ্য ১৫০ ট্রিলিয়ন ডলার গ্লোবাল ইকোনমি ইন ২০৩০' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব বলা হয়েছে। আইএমএফএ'র পূর্বাভাসে ২০৩০ সালে মালয়েশিয়ার জিডিপি ৬৭২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভিয়েতনামের অর্থনীতি ৬৬৭ দশমিক ৫, ডেনমার্ক ৫৮৯ দশমিক ২ ও থাইল্যান্ডের অর্থনীতি ৬৪৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। দেশগুলোর জিডিপির ভিত্তিতে এই তালিকা করা হয়। অন্যদিকে ২০৩০ সালেও বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে শীর্ষে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির মোট জিডিপি বেড়ে প্রায় ৩৭ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে চীন। যার অর্থনীতির আকার হতে পারে প্রায় ২৬ ট্রিলিয়ন ডলার। তৃতীয় স্থান নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতার আভাস মিলেছে রিপোর্টে। ২০৩০ সালে জার্মানি ও ভারত- এই দুই দেশের অর্থনীতির ব্যবধান মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়। জার্মানি, ভারত ও যুক্তরাজ্যের জিডিপি হবে যথাক্রমে ৬ হাজার ১৭৮, ৬ হাজার ১৭৩ ও ৫ হাজার ১৪৮ বিলিয়ন ডলার। পাঁচটি দেশ বৈশ্বিক জিডিপির ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ উৎপাদন করে। এর মধ্যে বৈশ্বিক জিডিপির এক-চতুর্থাংশের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। আর জাপান, ফ্রান্স, ব্রাজিল, ইতালি ও কানাডা- এই পাঁচটি দেশ হবে বিশ্বের ১০টি বৃহত্তম অর্থনীতির। আগামী পাঁচ বছরে বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬-৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতির আকার প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির মোট আকার ১৫০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও পূর্বাভাসে জানানো হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

অবৈধ অর্থ স্থানান্তর ঠেকাতে ৩০ লাখ ডলারের বেশি আমদানিতে কড়াকড়ি

বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার ও অবৈধ অর্থ স্থানান্তর ঠেকাতে বড়ো অঙ্কের আমদানির ক্ষেত্রে নতুন নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার। এখন থেকে ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের কোনো আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে তথ্য দিতে হবে। একইসঙ্গে আমদানিকারক ও বিদেশি রপ্তানিকারকের পরিচয়, পণ্যের বিবরণ, মূল্য এবং বাণিজ্যিক নথিপত্র আরো কঠোরভাবে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নতুন আমদানিনীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের সাম্প্রতিক নির্দেশনার মাধ্যমে এসব বিধান কার্যকর করা হয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, ৩০ লাখ ডলার বা তার বেশি মূল্যের আমদানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে এলসি খোলার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে অনলাইন আমদানি তদারকি ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে। সরকারি আমদানি এই বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বড়ো অঙ্কের আমদানির ক্ষেত্রে অতিমূল্যায়ন, ভুয়া চালান, ভুল পণ্যের বিবরণ এবং বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচারের ঝুঁকি দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগের বিষয়। নতুন ব্যবস্থার ফলে আমদানি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট তথ্য পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, শুধু পণ্যের তথ্য নয়, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ধরন, লেনদেনের যৌক্তিকতা এবং আর্থিক সক্ষমতাও যাচাই করতে হবে। একই সঙ্গে বিদেশি রপ্তানিকারকের পরিচয়, ব্যাবসায়িক কার্যক্রম এবং লেনদেনের গ্রহণযোগ্যতাও পরীক্ষা করতে হবে। পণ্যের ঘোষিত মূল্য, বাণিজ্যিক চালান, শিপিং ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও ব্যাংকগুলোর ওপর দেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রসঙ্গে জয়সোয়াল 'বাংলাদেশের অবস্থানের দিকে নজর রাখছে ভারত'

সাম্প্রতিক সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় 'মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি' এবং বাংলাদেশের তাতে যোগদানের বিষয় নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। এ চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান জানতে চাইলে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ভারতের নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে- এমন সব উন্নয়ন তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে 'মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির' বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন তোলেন- বাংলাদেশের উপ-পররাষ্ট্রসচিব হুমায়ুন কবিরের পর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। জবাবে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, বাংলাদেশ যদি ওই চুক্তিতে যোগ দেয়, সেটি বাংলাদেশের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং এতে অন্য কোনো দেশের অস্বস্তির কারণ হওয়া উচিত নয়। তবে ভারতের নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে- এমন সব উন্নয়ন তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন

বাংলাদেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে দায়িত্ব পালনে নতুন রাষ্ট্রপতির সাফল্য কামনা করেছেন। ঢাকার রুশ দূতাবাস জানায়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে পাঠানো এক অভিনন্দন বার্তায় ভ্লাদিমির পুতিন তার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান। পুতিন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলের মঙ্গল কামনা, সুস্বাস্থ্য

এবং বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের কল্যাণে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় সাফল্য কামনা করেন। রুশ প্রেসিডেন্টের এই অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

প্রথম বছরে বিনা খরচে মালয়েশিয়া যাবেন ১০ হাজার কর্মী

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে শর্তসাপেক্ষে ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া সফরে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। শুক্রবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ ১০ হাজার কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিমান ভাড়াসহ সব ধরনের অভিবাসন ব্যয়মুক্ত এই কর্মীদের প্রথম বছর সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হবে। ২০২২ সালের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মী প্রেরণকারী এজেন্সি নির্বাচনের একক এখতিয়ার মালয়েশিয়া সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকায় বিদ্যমান আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকেই সর্বোচ্চ নেগোসিয়েশন করেছে বর্তমান সরকার। মালয়েশিয়ার উচ্চপর্যায়ের যৌথ কমিটির যাচাই-বাছাই শেষে মোট ৩৩৮টি রিক্রুটিং এজেন্সি ও সাব-এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ তালিকায় রয়েছে মালয়েশিয়ার মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদিত ২৫টি মূল রিক্রুটিং এজেন্সি ও একটি সরকারি এজেন্সি। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে অন্তর্বর্তী সরকারের ৪২৩টি এজেন্সির তালিকা থেকে বিতর্কিতদের বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ৩১২টি এজেন্সিকে সহযোগী হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

MORE THAN 90,000 ESTIMATED TO BE AFFECTED BY NEPAL FLOODS: RED CROSS

The head of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) delegation to Nepal, David Fisher, says concerns remain about the potential impact of new flooding in the country. "We're of course very concerned about the secondary flood," Fisher tells a press briefing this morning as he adds that an estimated 93,000 people may have been affected by Wednesday's disaster. The IFRC has launched an emergency appeal for CHF 25m to support the "immediate lifesaving response", the organization says in a statement, adding it has mobilized "it's entire global network".
(BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

NEPAL POLICE SAY 547 PEOPLE CONFIRMED DEAD

In the latest update from Nepal police, it says 547 people are confirmed to have been killed so far, with a further 1,473 people injured. This is slightly higher than the number of 538 announced by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) a short while ago. The force adds that 4,473 police personnel are responding to the disaster. (BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

SEARCH AND RESCUE OPERATIONS IN 'CRITICAL STAGE': CHINESE OFFICIALS

The search and rescue operations to find survivors of the floods is in a "critical stage", says the Chinese embassy in Nepal. It says the "landslide-dammed lake" caused by the initial flood is "currently at a high water level and has begun to overflow, posing a risk of further breach". "The situation is currently at a critical stage for rescue and emergency response in both Nepal and China," it writes on X. Relevant authorities in both China and Nepal are continuing to monitor the situation and assess and manage the risks," the embassy adds. (BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

THE LAKE OF FLOOD WATER AND DEBRIS PROMPTING FEARS Of A SECOND FLOOD IN NEPAL

China has warned there is a "high risk" that a lake which formed after the landslide could breach its banks. A type of barrier lake, a body of water formed when debris dams a river, concerns over its levels saw rescue efforts temporarily suspended on Friday, but they have since resumed. (BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

MANAGEMENT OF BODIES HAS BECOME A CHALLENGE: OFFICIAL TELLS

The flash flood has washed away many bodies to faraway districts in the downstream and it appears that the identification of the deceased and the handover could be a huge challenge. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority have said 221 dead bodies have been discovered in Chitwan, nearly 186km south of Kathmandu and 134 bodies

in Nawalparasi east – located around 200km south of Kathmandu. Ganesh Aryal, who is the chief district officer of Chitwan, tells the BBC many bodies are not in a good state and the management has become a challenge. A mortuary at the local hospital is out of capacity, hence the officials have designated a government building to store those bodies.
(BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

ROHINGYA REFUGEES FACE FIERCE NEW WAVE OF HOSTILITY IN MALAYSIA

Not long ago, Malaysia's then-prime minister urged his country to protect Rohingya Muslims – a stateless minority that has fled violence and discrimination in Myanmar for decades. "We must defend them, not just because they are of the same faith, but because they are humans, their lives have value," Najib Razak said in 2017. Nine years on, a fierce new wave of hostility against the Rohingya is sweeping the nation. So much so that "going to school has become a dangerous thing," says Irhan, a Rohingya refugee, who founded a school in northern Malaysia for children from his community aged six to 15. We have changed his name to protect his identity. Because Rohingya children are barred from Malaysian public schools, they often attend unlicensed, community-run "learning centres", which are now especially vulnerable. (BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

WHY INDIA WANTS BANGLADESH'S PM TARIQUE RAHMAN IN DELHI

It is not often that an official email offers a glimpse into relations between two neighbouring countries. But a message from the Indian president's office earlier this month did just that, quickly catching the attention of diplomats and journalists. It said a weekend Change of Guard ceremony at the presidential palace had been cancelled because rehearsals were being held for the ceremonial welcome of Bangladesh's Prime Minister Tarique Rahman. There was just one problem: no visit had been officially announced. Within hours, the email was withdrawn. But it added to weeks of speculation over a possible visit by Rahman – and highlighted India's efforts to bring Bangladesh's new leader to Delhi. Rahman is yet to accept. "No decision has yet been made on the visit," AAM Saleh, the Bangladeshi prime ministers press secretary, told the BBC. India is keen to host the leader of its eastern eighbor for talks – and the timing matters. This would be Rahman's first visit since taking office after his Bangladesh Nationalist Party (BNP) won a landslide victory in parliamentary elections in February. The vote marked a new political era in Bangladesh after the country's long-time leader Sheikh Hasina was ousted in a mass uprising in August 2024, in which hundreds of people were killed. She fled to India, where she has remained since. Relations between the two countries deteriorated sharply under the interim government led by Muhammad Yunus, which took over after Hasina's removal.

Now, Delhi is hoping Rahman's government offers a chance to reset a crucial relationship – but Hasina's presence on Indian soil is making that harder. Bangladesh has asked India to extradite Hasina, who was sentenced to death in absentia by a special tribunal for ordering lethal force to be used against protesters during the uprising. She denies the charges. "We called for the creation of a propitious environment and are awaiting response from the Indian side regarding expediting extradition of Sheikh Hasina," Saleh said. India says the request is being considered. Despite the issue, Delhi has made repeated overtures to the new government. A formal invitation was extended to Rahman soon after he took office, and India's High Commissioner to Bangladesh Dinesh Trivedi has held discussions with Bangladeshi officials, including the prime minister, in recent weeks. When Rahman visits, Trivedi has said,he will be "accorded the highest honour" and given a "memorable welcome". Such public enthusiasm is unusual for India, which does not often make such a strong show of wanting to host the leader of a neighbouring country. "I would imagine that there is a degree of frustration in Delhi because except for actually handing over Hasina, they have gone pretty far in terms of reaching out to Dhaka," Shyam Saran, a former Indian foreign secretary, told the BBC. Saran points to India's efforts to meet some of Bangladesh's immediate needs, including supplying electricity and fuel and issuing medical visas. Several bilateral mechanisms aimed at facilitating trade have also been revived, he said. Of course, there is a lot at stake for both countries. India and Bangladesh share a 4,096km border, as well as close cultural and linguistic ties. Bilateral trade was worth more than $12bn last year, overwhelmingly in India's favour. Bangladesh is also important to India's efforts to improve access to its north-eastern states. During Hasina's 15 years in power, the two governments expanded road, rail and port links, improving India's access to its north-east . They also

worked closely on security, with Hasina's government cracking down on insurgent groups that India said had been operating from Bangladeshi territory. But India's close relationship with the former prime minister became increasingly controversial in Bangladesh, where critics accused Delhi of overlooking concerns about democracy and human rights. And her continued presence in India has kept those tensions alive. They resurfaced on 5 August, when Hasina addressed journalists virtually at an event organized by the Foreign Correspondents Club of South Asia in Delhi. She vowed to return to Bangladesh in December and accused Rahman's BNP government of suppressing her supporters. Bangladesh said it was "outraged" that she had been allowed to speak publicly on Indian soil. India's foreign ministry said it had "no role" in the event and did not "endorse anything said at the forum, especially with regard to the duly constituted government of Bangladesh". The timing was particularly sensitive. Lailufar Yasmin, a professor at Dhaka University, says there had been reports that Rahman was seriously considering a visit to India before Hasina's appearance. "It actually created a huge backlash in Bangladesh," she told the BBC. "Questions were raised whether Indian authorities were sincere about a reset in bilateral relationship." For Rahman, travelling to Delhi while Hasina remains there could therefore carry a political cost at home. But India's eagerness to repair ties is about more than Hasina. Since her removal, Bangladesh has also begun rebuilding relations with India's arch-rival Pakistan. Dhaka and Islamabad have exchanged high-level military visits and spoken publicly about expanding defence co-operation – developments being watched closely in Delhi. In the 2000s, India accused Pakistan's Inter-Services Intelligence agency of helping train insurgents from India's north-east in Bangladesh and assisting their movement across the border. Authorities in Pakistan and Bangladesh denied the allegations at the time. The recently announced Mecca pact – a defence agreement signed this month by Saudi Arabia, Turkey and Pakistan, three powerful Islamic countries – has also sparked interest from several nations, including Bangladesh. The specifics of the agreement and the obligations on each party are not clear, but it is eighbo on NATO's collective defence principle: that an attack on one member would be seen as an attack on all. "If there is a security arrangement among Islamic nations in the Middle East, it is not unusual for us to consider participating," Bangladesh's junior foreign minister Humayun Kabir told journalists this week. "It is being viewed positively." Saudi Arabia has also invited Rahman for a bilateral visit. It is not clear whether Bangladesh has been formally asked to join the defence agreement. Prof Yasmin says Dhaka should proceed carefully. "Bangladesh should be a bit cautious about entering into any defence pact, she says. "It's not just about antagonizing India; Bangladesh needs to wait for a while to see which way it's going and whether it will align with our interests." For India, these developments are a reminder that its relationship with Bangladesh is changing, and that Delhi can no longer assume the exceptionally close relationship it enjoyed under Hasina. Rahman's government, meanwhile, has reasons to demonstrate that its foreign policy is not overly dependent on its giant eighbor. Prof Yasmin says Rahman should visit Delhi before the UN General Assembly meeting in New York in mid-September. "Neighbours have to live together," she says. There may soon be another opportunity. India is due to host a BRICS summit in mid-September and Bangladesh has been invited as a special guest. After weeks of invitations, diplomatic overtures – and one prematurely revealing email – Delhi will be hoping Rahman finally comes. (BBC News Web Page: 28/08/26, FARUK)

:: THE END ::